

भारतीय कला और शिल्प
ভারতীয় কলা আর শিল্প
Bharatiya Kala Aur Shilpa



National Institute of Technical Teachers'
Training and Research, Kolkata
राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण
एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

Vol. 3. No. 1
July, 2022

Editorial Board



Prof. Debi Prasad Mishra
Editor-in-Chief



Prof. Samir Roy
Editor



Prof. Ranjan Dasgupta
Member



Prof. Dipankar Bose
Member



Prof. Habiba Hussain
Member

Contents

Title and Author	Page
From the Desk of Editor-in-Chief <i>Prof. Debi Prasad Mishra, Director</i>	01
Summer Evening in My Village Prof. D. P. Mishra	02
Dilemma Samir Roy	03
Solidarity Habiba Hussain	04
Portrait of Netaji Subhas Chandra Bose, Priyotosh Dey	05
মা ভূমি চলে গেলে সুকান্ত কুমার নস্কর	06
টেনশন দীপঙ্কর বসু	07
দুটি অনু গল্প কলমে দীপক	08
ভাবোরে মন নিতাই কুমার সরকার	09
স্বপ্ন তন্দ্রা দে দাস	10
Picture Marisha Naskar, daughter of Dr. Sukanta Kumar Naskar	11
সিলসিলা জারী হৈ... রায়পাটি সুব্বারাব, সহ – আচার্য, যান্ত্রিক বিভাগ	12
Photograph: The dusk at Chatakpur Shri Prasanta Paul	13
Photograph: Morning Glory at Darjeeling Shri Prasanta Paul	13

From the Desk of
Editor-in-Chief



We have commemorated and celebrated with great excitement and fanfare on the occasion of the completion of 75th Year of Independence Day. We must pay our tribute to the freedom fighters who had undertaken a long and tumultuous freedom struggle with sacrifices of their lives. We are aware that the grand celebration of 'Azadi Ka Amrit Mahotsav' commenced on 12 March 2021 and will continue up to 15 August 2023, spreading like a wildfire across the length and breadth of Bharat. This majestic celebration of 'Azadi Ka Amrit Mahotsav' has provided all of us ample chances to introspect and reposition ourselves on the onward journey for the next century. Any tangible changes in any nation can be achieved with proper education and upbringing of the Youth generation with the touchstone of her culture and heritage.

We are fortunate to be part of NEP 2020 which is envisaged to provide proper direction for our country to march on the path of progress and prosperity. As a premier institute of technical teachers' training of national importance, we must take a lead role in the successful implementation of NEP 2020 through our training program. NEP 2020 has rightly emphasized the importance of the decisive

roles of teachers in developing innovative and flexible curricula for making a learner-centric education model that is to implement in a properly planned manner. It is envisaged that by 2030, most higher education institutes will be moving gradually into the form of multidisciplinary autonomous colleges or universities. On this backdrop, NITTTR Kolkata can play a pivotal role not only in training teachers in terms of advanced pedagogy for developing high-quality outcome-based education systems but also in helping the technical institutes to march on the path towards emerging as autonomous and self-reliant institutes. In order to develop our country, it is imperative for us to emphasize new knowledge creation through innovative and translational research through which we can attain intellectual and material progress in a balanced manner by developing indigenous technologies while using local materials and talents. At that same time, a certain emphasis must be provided on the realm of science, art, language, and culture that must be integrated with the life support system while maintaining a harmonious relationship with Mother Nature. Besides this, the Indian knowledge System which has not been part and parcel of the present education system has to be integrated with it seamlessly as envisaged in NEP 2020. Hence our institute can take a lead role in developing a systematic pragmatic plan of action for the training of technical teachers so that our glorious country can blossom in a natural way like a beautiful flower for spreading the fragrance of peace and bliss across the whirling world of human beings. Let me end with a quote from Ramayan:

मित्राणि धन धान्यानि प्रजानां सम्मतानिव।
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी॥

Prof. Debi Prasad Mishra
Director, NITTTR Kolkata &
Editor-in-Chief

Summer Evening in My Village

Prof. Debi Prasad Mishra

The sarcastic summer sun is reluctant,
To leave pot-holed dusty streets,
In my neglected backward village,
Like a power mongered politician.

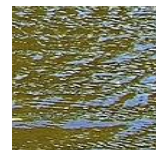
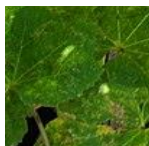
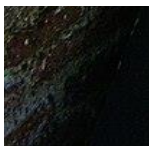
Although, we long hours together,
For the cool tuneful tonic touch,
Of the cherished lovely short night,
Like the hapless people of my village.

The farmers perspiring back to their homes,
The tired birds fly back to their cosy nests,
Below the summer evening liquid sky,
With their own sweet sonorous songs,
The bullock carts step into our dry lanes,
Accompanied by dancing dusts
And with rhythmic tingling of bells.

The oppressed emotional women folk,
Making them free from household chores,
Preparing themselves to offer their prayers,
On the altar of so-called Almighty God.

The naughty jaunty village children,
Dare to brave unbearable heat,
To play hide and seek with joy,
On the hot sun blazed village lanes,
Not bothering about their parent's chidings.

The late lonely lovely lascivious moon,
Whispers her poignant passionate desire,
To appear in the star-studded silent sky,
Accompanied with evening enticing breeze.



Dilemma

Samir Roy

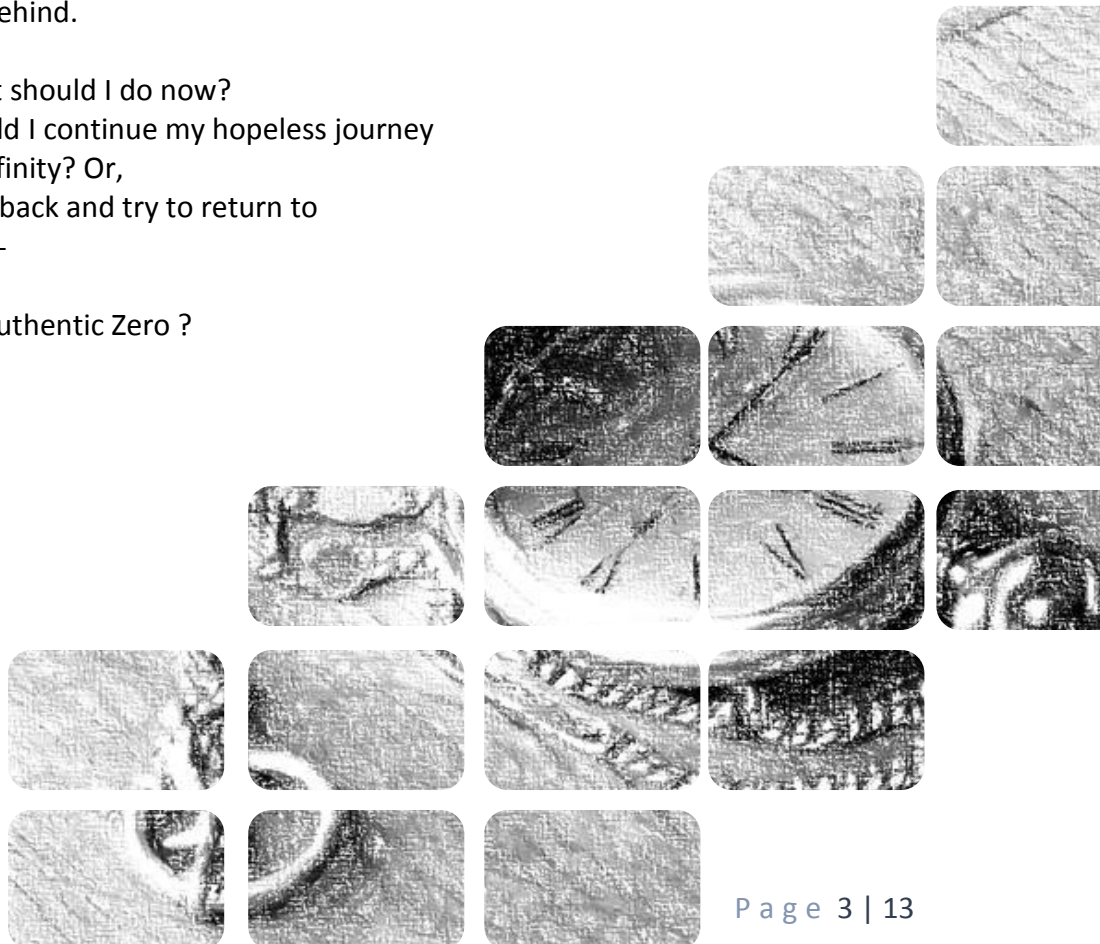
"As you go on counting
One, two, three ...
You come closer to infinity."
Thus spoke my Math teacher
In distant childhood.

Innocent, naïve as I was,
I started counting
One, two, three ...
In blind faith, but infinity
Moved further, until
I realized that infinity is precisely that
Which is perpetually beyond and
Intrinsically unreachable.

So here I am
In the middle of a finite line
Facing the infinity beyond the end point of the line
And simultaneously
Leaving zero, my authentic Zero,
Far behind.

What should I do now?
Should I continue my hopeless journey
To infinity? Or,
Turn back and try to return to
Zero -

My authentic Zero ?



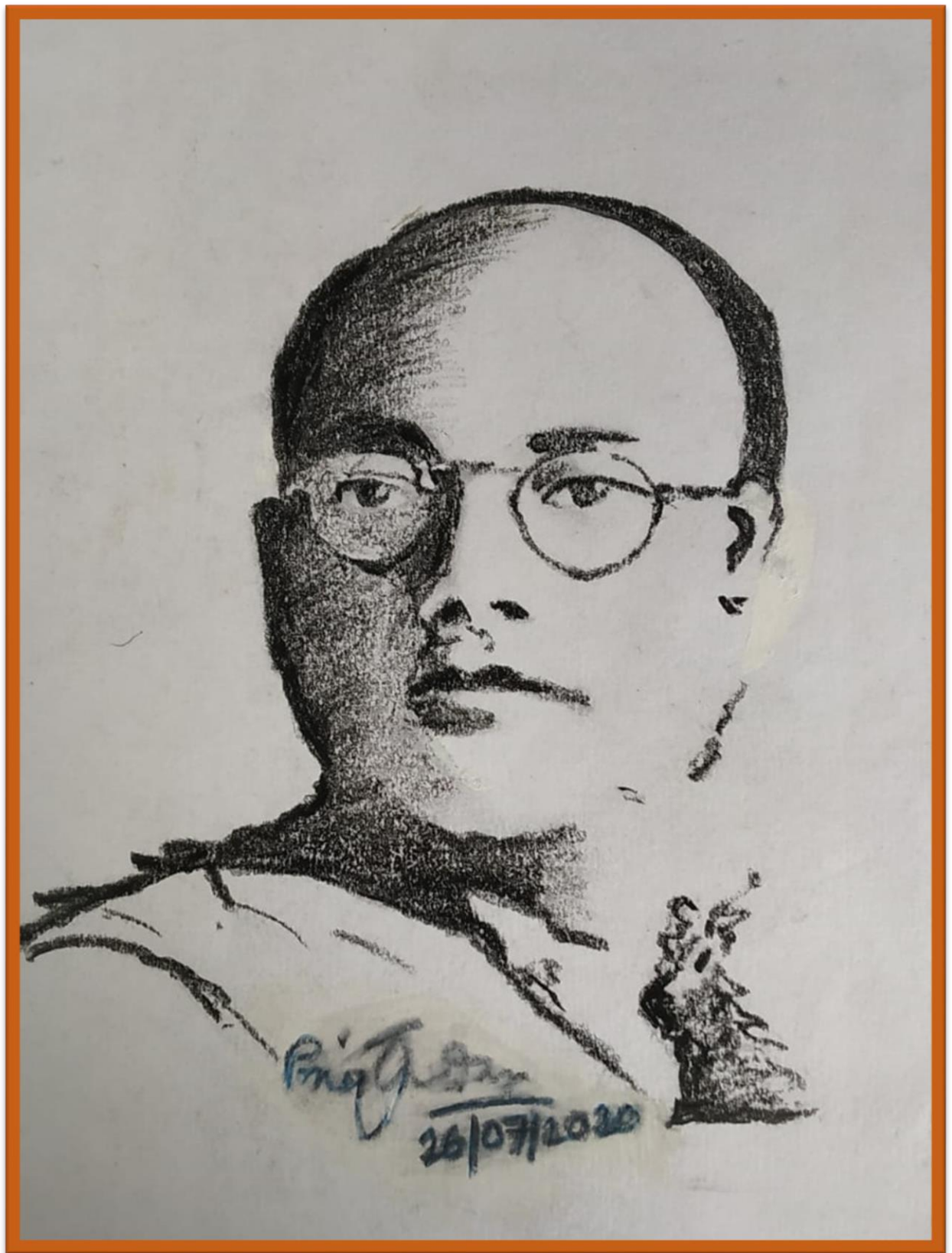
Solidarity

Habiba Hussain

Flowing by with rise and fall,
To passers-by, humming a melancholy;
Unaware of its fate at all,
Moving with grace steadily.
Downhill as it met the rock,
Uttered in surprise and shock,
'How do you remain so still?
Don't you have the urge & will;
To come along & see the world,
The hilltop & the flying bird?'
Said the rock, 'I do have, my friend',
Don't you know, this is nature's trend;
When you flow, I stand here still,
Making your way, the honour to fill
Your tributaries, and lives abound,
Without uttering a single sound.
Verily you know that in our ways

Tell them we are never apart,
Come, let us hug before you depart.
Let our story be told forever,
Yes, there was a rock with its river,
Who happily lived together'.
'No', said the river, 'let it be told,
The river & rock live together & behold,
For all creatures to thrive upon,
And, there, the story now goes on





Portrait of Netaji Subhas Chandra Bose,
by Priyotosh Dey

মা তুমি চলে গেলে

সুকাভ কুমার নস্কর

মা তুমি চলে গেলে

সব কিছু ফেলে – অকালে

যে হাতে সাজিয়ে ছিলে।

তোমার সাধের বাগান

এখন আর কেউ নেই – তারে দেখবারে

ফুল গুলি কেবলই ম্লান॥

যতই ব্যাকুল হইনা এ-চলার পথে

এ জীবনে পাবনা আর

তোমার সাথে আবার কথা বলতে॥

আমার ভালো মন্দ

সব কিছুই তোমার কাছে

দিয়েছি সঁপে।

এখন খুঁজে পাইনা কাকে

বলব আমার সে সব কথা, তাই

হৃদয় খানি মাঝে মাঝে ওঠে কেঁপে।

যেথায় থাকো, ভালো থেকে –

থাক তুমি যেখানে।

তোমার রাখামাধবের

শ্রীচরণে॥



টেনশন

দীপঙ্কর বসু

আজকাল বেশ টেনশনে আছি হে
ভাবছি তোমার ভালোবাসা থেকে পেনশন নেবো।
এতটা হঠাৎ করে ভরে ওঠা আমার মতো জেঁকের রক্ত চোষার প্রবণতা।
এখন যেমন হাতের কাছের যা হোক একটা কিছুর নিয়ে ব্যস্ত থাকা -
প্রিয় কোনো কবিতায় নিজের চেনা রাস্তা খুঁজে পাওয়া -
এতবড়ো শহরে শকথেরাপিটা যে কোথায় নেবো -
আমার যে বিদ্যুতে বড় ভয় -
তাই বিদ্যুৎ নামের কোনো বন্ধু নেই আমার -
কিন্তু বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখ খুলে দেখি আচমকা বলসানো।



দুটি অনু গল্প

কলমে দীপক

১. ছাদ

ছাদ যা বাঙালির কথ্য ভাষায় ছাত, ঘিঞ্জি শহরে দুই এক দিন ঘুড়ি ওড়ানোর দিন ছাড়া মোটামুটিভাবে বাড়ির গিন্নিদের দখলে থাকে। ভেজা জামা কাপড় শুকনো করা, মাঝে মাঝে ট্রাঙ্ক বা আলমারি থেকে পোষাক বের করে রোদে সেকে নেওয়া বা বালিশ তোষকদের রোদের ওমে জড়িয়ে নেওয়া, বড়ি বা শুকনো আঁচারের আয়ু রিনিউ করিয়ে নেওয়া এইসব কাজের কারণে ছাদ কিন্তু বাড়ির হেঁসেলের অধিকারী। বেশ কয়েক বছর আগে বাড়ির বৌ ঝিনদের মন খারাপের খবর শুধু ছাদের কার্নিশ গুলোই পেত। সদ্য প্রেমে পড়া বাড়ির কিশোরী বা সদ্য তরুণীর সলাজ প্রতিক্রিয়ার প্রতিটি খবর ছাদ রাখতো শুধু।

কোভিদের ঢেউয়ে আড্ডাবাজ পুরুষ কুল বাড়িতে বন্দি জীবন যেদিন থেকে কাটাতে শুরু করলো সেদিন থেকে ছাদ হলো তাদের মুক্তির আলায়। সূর্যের তাপ কমবার পর একে একে সব বাড়ি থেকেই নারী পুরুষ ও শিশু দল বেঁধে ছাদে ওঠা শুরু করলো। এ বাড়ি, ও বাড়ি গল্প কথা চালাচালি হতে হতে সরগরম হয়ে রইলো শেষ বিকেলের আকাশ।

দিনের আলো কমতে কমতে আঁধার ঘনিয়ে আসার সাক্ষী থাকার এক বিরল অভিজ্ঞতা সেই ছাদ থেকেই, একে একে বাড়ি বাড়িতে আলো জ্বলে ওঠা। এখনো যে সন্ধ্যায় বাড়ি বাড়ি এতো শঙ্খ বেজে ওঠে, কাঁসর ঘন্টাধ্বনি হয় সেটাও নতুন করে আবিষ্কার হয় ছাদে দাঁড়িয়েই। আকাশ যে এখনো একথলা তারা জ্বালিয়ে রাখে সেটাও নতুন করে আবিষ্কার করা এই ছাদেই। ছোট বেলার ভূগোল বইয়ে ভুসো কালিতে রাঙানো পাতায় আঁকা ধ্বতারা, কালপুরুষ, সপ্তর্ষি মন্ডলের খোঁজ পেয়ে শিশুর আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠা এই ছাদ থেকেই।

কোভিদ সংক্রমণ স্বজন, আতিথেয়তা, অর্থ, শান্তি কেড়ে নিলেও ফিরিয়ে দিয়েছে নিজেকে, সৌজন্যে ছাদ।

২. দোলের রং

দোলের রাত থেকে পরের দিন পর্যন্ত সুখী পরিবারের বিজ্ঞাপন হিসাবে সদলবলে রং খেলার বিভিন্ন পোজে ছবি দেখা যায়। ভালোই লাগে। এইরকম পারিবারিক ছবিরও দুটো ধরণ খেয়াল করেছি। একদল, একটু হুড়ুম হুড়ুম গোছে। বাতিল হতে চলা পুরোনো বারমুড়া, নাইটি এইসব ঘরে পরা পোষাক পড়ে মাথার চুল থেকে সারা শরীর আদুর বাদুড সব রঙে ভূত হয়ে রঙিন দাঁত ৩২ অল আউট করে উস্কা খুস্কা চুল, গায়ে লেপ্টে থাকা জামা কাপড়ে বাড়ি শুদ্ধ সবাই হুমড়ি খেয়ে ক্যামেরার সামনে মুখ দেখিয়ে বিচিত্র পোজে ছবি তুলিয়ে সেটা বিশ্ব সংসারে দেখিয়ে তবে শান্তি পায়। এই ছবিগুলো ভনিতা বিহীন। ছোট ছোট টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলো এইভাবে একদিনের জন্য হলেও একসাথে আসার মরিয়া প্রয়াস। এদের রংগুলো শরীর থেকে পুরোপুরি উঠতে দিন দুয়েক লাগে। এদের জীবনে রং কেমন থাকে জানিনা কিন্তু দোলের দিন ভাত রঙিন হয়ে যায় হাতের তেলোয় থেকে যাওয়া নাছোড় রঙের ভালোবাসায়।

দ্বিতীয় ধরণ হলো পুরোপুরি অভিজাত হাবভাবে ভর্তি। সদ্য বড়লোক, বা প্রথম প্রজন্মের উচ্চশিক্ষিত পরিবার এই গোত্রে পড়েন। এঁরা স্নান করে ধোপ দুরন্ত পোষাক পরে (পুরুষদের অবশ্যই পায়জামা পাঞ্জাবি) দাঁত বন্ধ করে ঠোঁট মুচকে হাসি সহ ক্যামেরার সামনে একা বড়োজোর দু থেকে তিনজন দাঁড়ান। এঁরা রং মাখন না, মাখনও না। তিন চার রকমের আবির্ দক্ষ শিল্পীর কুশলতায় হালকা টানে এদের গালে লাগানো হয়। এমন ভাবে লাগানো হয় যেন প্রতিটা রং আলাদা করে বোঝা যায়। কপালে লাল আবির্ দিয়ে রাজপুত বীরদের কপালে লাগানো টিকার স্টাইলে একটা টিকা এদের থাকে। এইভাবে সেজেগুজে হাসিহাসি মুখে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান। স্বামী স্ত্রী গভীর রোম্যান্সে পরস্পরের গালে আবির্ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এমন পোজও একটা থাকে। এঁদের ঘরের গোপাল বা রাধাকৃষ্ণ আবির্ এবং বিপুল প্রসাদ সহ বায়ুমণ্ডলে ভেসে মোবাইলের পর্দায় আবির্ভূত হন।

তেমন পয়সা বা বিদ্যা নাইই থাকলো তবুও আমি এমন একটা ভেবলু, আজ পর্যন্ত বউকে নিয়ে এমন পোজে একটা ছবি তুলে পোস্ট করতে পারলাম না।

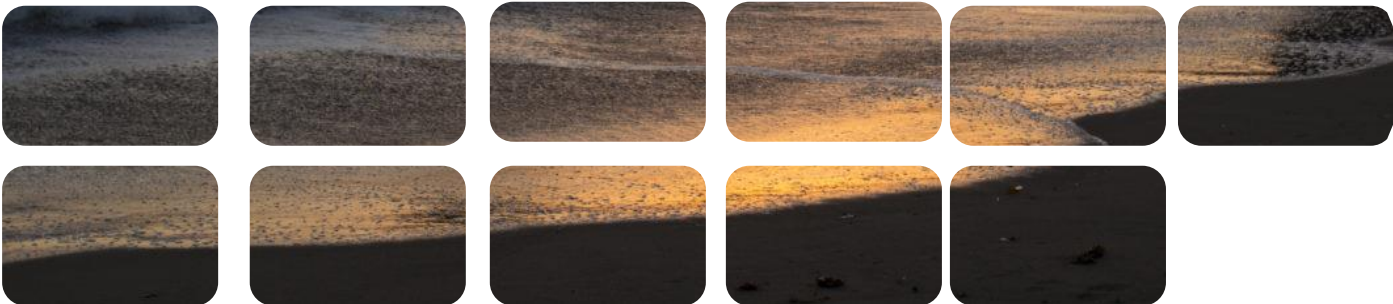


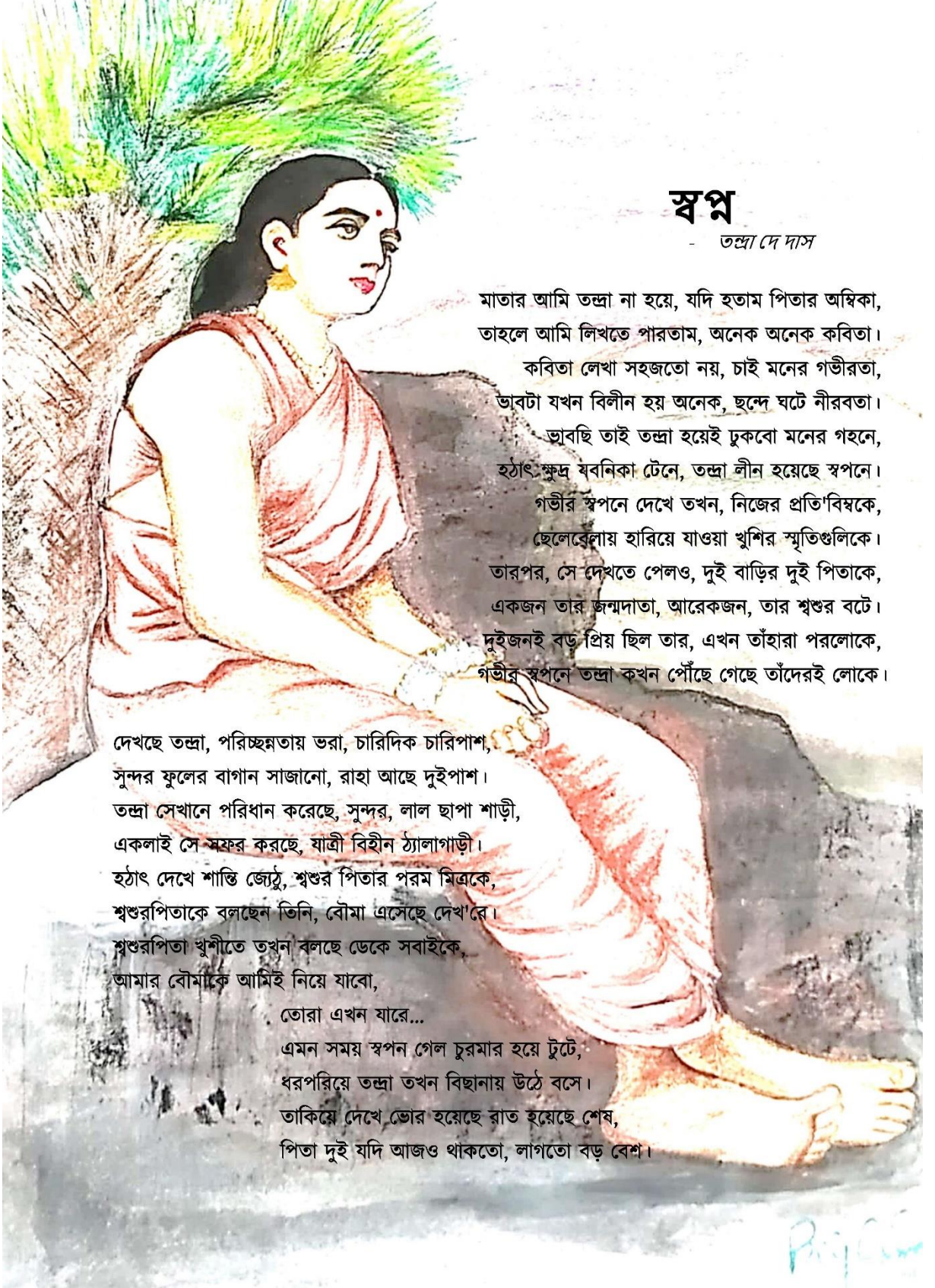
ভাবোরে মন

নিতাই কুমার সরকার

খালি হাতে এসে আমরা, খালি হাতে চলে যাই,
 খাই-খাই ভাব ক্যানো কর, টোপলা বাঁধার দরকার নাই।
 মিশিবে দেহ এই মাটিতে, নয় পুড়িয়া হবে ছাই --
 ভাবোরে মন, কাঁদিস ক্যানো, ধরা-মাঝে মিছা মায়ায়।
 যাহা আছে এই ব্রহ্মাণ্ডে, খুঁজলে পাবি দেহ ভান্ডে,
 সুপ্রিম কোর্ট তোর সহস্রায়রে, বিবেকবাবু চাকরি করে।
 চৈতন্যদা, চিন্তামনি, জ্ঞান মন্ডল আর বুদ্ধেশ্বরে--
 ভাবোরে মন, সদায় তথা সওয়াল করে।

কিসের য্যাতো লাগালাগি, নয়ছয়ের কি দরকার আছে,
 সত্য'দাকে আশ্রয় করে, ভালো থাকো সবার কাছে।
 মন্দের ভিতর ভালো আছে, দ্যাখরে চেয়ে সবাই বাছে--
 ভাবরে মন, নির্জনে, ভয়তো কিছুই নাইরে পাছে।
 ত্যাজরে মন ছল-চাতুরী, নাশ কররে ভয়-অশান্তি,
 পার যদি দূর কররে, ময়লা-মাটি, মনের ভ্রান্তি।
 যোগে জ্বালো দিব্যের আলো, রক্ষা করে দেহের কান্তি--
 ভাবোরে মন, শুদ্ধ চিত্তে, ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!





স্বপ্ন

- তন্দ্ৰা দে দাস

মাতার আমি তন্দ্ৰা না হয়ে, যদি হতাম পিতার অম্বিকা,
তাহলে আমি লিখতে পারতাম, অনেক অনেক কবিতা।
কবিতা লেখা সহজতো নয়, চাই মনের গভীরতা,
ভাবটা যখন বিলীন হয় অনেক, ছন্দে ঘটে নীরবতা।
ভাবছি তাই তন্দ্ৰা হয়েই ঢুকবো মনের গহনে,
হঠাৎ ক্ষুদ্র যবনিকা টেনে, তন্দ্ৰা লীন হয়েছে স্বপনে।
গভীর স্বপনে দেখে তখন, নিজের প্রতি'বিশ্বকে,
ছেলেবেলায় হারিয়ে যাওয়া খুশির স্মৃতিগুলিকে।
তারপর, সে দেখতে পেলও, দুই বাড়ির দুই পিতাকে,
একজন তার জন্মদাতা, আরেকজন, তার শ্বশুর বটে।
দুইজনই বড় প্রিয় ছিল তার, এখন তাঁহারা পরলোকে,
গভীর স্বপনে তন্দ্ৰা কখন পৌঁছে গেছে তাঁদেরই লোকে।

দেখছে তন্দ্ৰা, পরিচ্ছন্নতায় ভরা, চারিদিক চারিপাশ,
সুন্দর ফুলের বাগান সাজানো, রাহা আছে দুইপাশ।
তন্দ্ৰা সেখানে পরিধান করেছে, সুন্দর, লাল ছাপা শাড়ী,
একলাই সে সফর করছে, যাত্রী বিহীন ঠ্যালাগাড়ী।
হঠাৎ দেখে শান্তি জ্যেষ্ঠ, শ্বশুর পিতার পরম মিত্রকে,
শ্বশুরপিতাকে বলছেন তিনি, বৌমা এসেছে দেখ'রে।
শ্বশুরপিতা খুশীতে তখন বলছে ডেকে সবাইকে,
আমার বৌমাকে আমিই নিয়ে যাবো,

তোরা এখন যারে...

এমন সময় স্বপন গেল চুরমার হয়ে টুটে,
ধরপরিয়ে তন্দ্ৰা তখন বিছানায় উঠে বসে।
তাকিয়ে দেখে ভোর হয়েছে রাত হয়েছে শেষ,
পিতা দুই যদি আজও থাকতো, লাগতো বড় বেশ।



Artist: Marisha Naskar, 13 years (Daughter of Dr. Sukanta Kumar Naskar)

सिलसिला जारी है...

रायपाटि सुब्बाराव, सह – आचार्य, यांत्रिक विभाग

इनसान किसी से दुनिया में एक बार ही मोहब्बत करता है...उसी में जीने को कोशिश करता है...
यदि दर्द होता है...तो उसी दर्द को लेकर जीता है ...और उसी दर्द को लेकर मरता है...

हे दुनियाँ वालों...

प्यार करना कोई पाप नहीं ... और प्यार करना कोई जुर्म नहीं ...

वो तो देखने वालों के हिसाब से हैं... वैसे प्यार तो झुकता नहीं...

चाहे वो सच्चा प्यार हो या झूठा प्यार...

इंसान हर बार कामयाब नहीं होता है....

वो तो कुदरत का देन है...किस्मत का खेल है...

(कभी कभी पुराने पाप का प्रायश्चित भी तो होगा...जिसके बारे में तुम ना जाने और हम ना जाने)

सब कुछ ठीक होने के बाद... आखिर में दुल्हन मंडप से चले जाय क्योंकि तुम धनवान नहीं हो...या रंग सही नहीं है...

ऐसा भी हो सकता है कि... दूल्हे को थप्पड़ मारके दूसरे से चले जाय...

क्योंकि... उनके नज़रों में तुम कम हो गये हो...

हम भी किसी से कम नहीं... इसलिये हम भी अपने आपको गवा बैठें...

सारे जैसा मेरा भी किस्मत अच्छी नहीं हो...

क्योंकि...ये तो ज़िन्दगी है...कोई सिनेमा नहीं...

वैसे...ना मैं कोई अमिताभ बच्चन...और वो कोई जया बाधुरी...

इस हालात में...हमारा तो एक ही मुददा है...

वो कही कुछ तो खायी होगी बोलके... हम भी यहाँ कुछ खा रहे हैं...

वो कही खाना खाके टहल रही होगी बोलके...हम भी यहाँ खाना खाके टहल रहे हैं...

वो कही दर्द भरी गाना गाती होगी बोलके...हम भी यहाँ गाना गा रहे हैं...

वो कही एक दो आंसू बहाती होगी बोलके...हम भी यहाँ दहाड़ भर के रो लेते हैं...

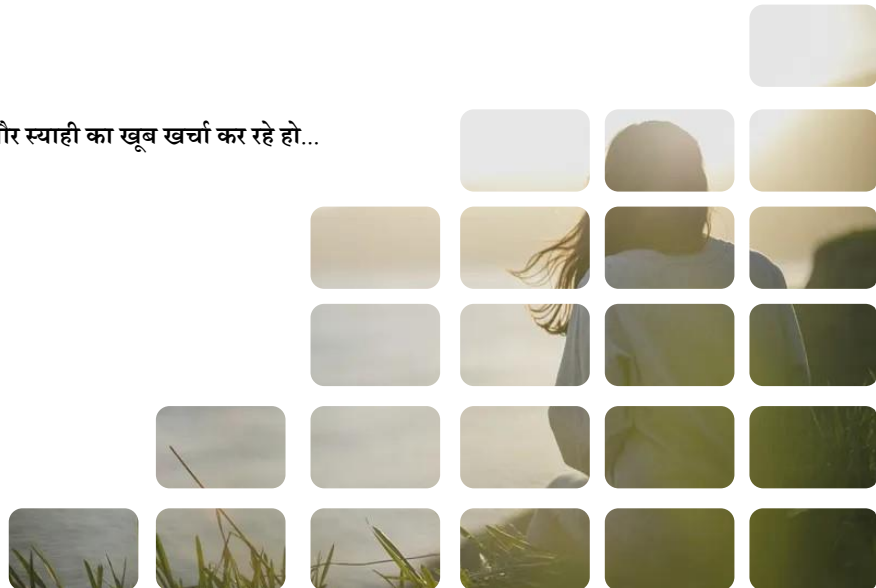
ना जाने कितने लोग इस दुनिया में दर्द के डिब्बे को लेकर इधर उधर घूम रहे हो...

ना जाने कितने लोग अपने को गवा दिए हो...

और,

ना जाने कितने लोग इस तरह दर्द भरी बातों से कलम और स्याही का खूब खर्चा कर रहे हो...

सिलसिला जारी है...





The dusk at Chatakpur (photograph by Shri Prasanta Paul, staff)



Morning Glory at Darjeeling (photograph by Shri Prasanta Paul, staff)

**The ability to observe without
evaluating is the highest form
of intelligence**

- Jiddu Krishnamurti

